ন্তর

তারিখ ..01 MAR 2017...
পৃষ্ঠা ..১৮... কলাম ....৫.....

স্কুলে সুবিধাবঞ্চিত প্রতিবন্ধীরা

শিপন হাবীব

শিক্ষানীতিতে প্রতিবন্ধীদের সমান অধিকার নিশ্চিতের সুনির্দিষ্ট ঘোষণা থাকলেও রাজধানীর মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সুবিধাবঞ্চিত প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরা। রাজধানীর প্রাণকেন্দ্রের তোপখানা রোড এলাকায় একটি বাউন্ডারির ভেতর তিনটি স্কুল। আইডিয়াল মডেল সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, বেগম রহিমা আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় ও সেগুনবাগিচা হাইস্কুল। তিনটির একটিও প্রতিবন্ধীবান্ধব নয়। পাঁচ-ছয় তলাবিশিষ্ট বিল্ডিংয়ের কোনোটিতেই র‌্যাপ নেই। নেই শিক্ষা উপকরণ। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরা পড়াশোনা করলেও তাদের চাহিদামাফিক উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে না।

এ বিষয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতর, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের ন্যাশনাল একাডেমি ফর অটিজম অ্যান্ড নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল ডিজঅ্যাবিলিটিজ (এনএএএনডি)'র প্রকল্প পরিচালক প্রফেসর সালমা বেগম যুগান্তরকে বলেন, শুধু রাজধানী নয়, দেশের প্রতিটি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিবন্ধীবান্ধব করতে সরকার বিভিন্ন প্রকল্প নিয়েছে। একই সঙ্গে ওইসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ ও প্রতিবন্ধীদের যথাযথ শিক্ষার উপকরণ নিশ্চিত করতে কাজ চলছে। প্রফেসর সালমা বেগম বলেন, রাজধানীর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো প্রতিবন্ধীবান্ধব কিনা এ বিষয়ে ২০১৫ সালে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতর (মাউশি) পরিচালিত একটি জরিপ করা হয়েছিল। ওই জরিপের পর নতুন করে আর কোনো জরিপ করা হয়নি। তবে এসব সমস্যা সমাধানে ন্যাশনাল একাডেমি ফর অটিজম অ্যান্ড নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল ডিজঅ্যাবিলিটিজ (এনএএএনডি) একাডেমি নির্মিত হচ্ছে, ২০১৯ সালেই এ একাডেমির কাজ সমাপ্ত হবে। একই সঙ্গে 'অটিজম ও এনডিডি শিক্ষার্থীদের শিক্ষার মূলধারায় একীভূতকরণ বিষয়ক নীতিমালার রূপরেখা প্রণয়ন'-এর কাজ দ্রুত চলছে। এ বিষয়ে বিভিন্ন সময় সভা, আলোচনা ও কর্মশালা হচ্ছে।

মাউশি পরিচালক ওই জরিপ সূত্রে জানা গেছে, রাজধানীর নাম করা ৮৭টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সরেজমিন ঘুরে জরিপটি তৈরি করা হয়। ওই জরিপ তৈরিতে বিসিএস শিক্ষা ক্যাডারের ৫০ জন সহযোগী অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপক ও প্রভাষকরা ওই জরিপ করেন। এতে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা সুবিধাবঞ্চিত হওয়ার করুণ চিত্র উঠে আসে। ১১ দশমিক ৫ শতাংশ সরকারি এবং ৮৮ দশমিক ৫ শতাংশ বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে জরিপ চালানো হয়। জরিপ প্রতিবেদন সূত্রে জানা যায়, প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপকরণ আছে মাত্র ৯ দশমিক ২ শতাংশ বিদ্যালয়ে। তাদের চলাচলের জন্য র‌্যাম্প আছে মাত্র ১৪ দশমিক ৯ শতাংশ। প্রবেশগম্যতা উপযোগী শ্রেণীকক্ষ আছে ১৯ দশমিক ৯ শতাংশ, কাউন্সিলিং সহায়তা ২১ দশমিক ৮ শতাংশ, টয়লেট ১৯ দশমিক ৫ শতাংশ। প্রতিবেদনে জানা গেছে, সরকারি বিদ্যালয়ে গড়ে ২১ দশমিক ও বেসরকারি বিদ্যালয়গুলোতে একজন শিক্ষার্থী ভর্তি আছে। গড়ে প্রতি বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী আছে ৩ দশমিক ৪৮ শতাংশ। প্রতিবন্ধী শিশুদের ভর্তি করাতে ইচ্ছুক ৫৬ দশমিক ৩ শতাংশ এবং ভর্তি করাতে অনিচ্ছুক ৩৭ দশমিক ৯ শতাংশ বিদ্যালয়। প্রতিবন্ধী শিশুদের পাঠদানে ৬৭ দশমিক ৮ শতাংশ শিক্ষকের প্রশিক্ষণ নেই বলে জরিপে প্রকাশ করা হয়।